যুগান্তর

05 APR 2007

৪ সম্পাদকীয়

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার, ২২ চৈত্র ১৪১৩
Thursday, 5 April, 2007

পাঠ্যপুস্তকে সঠিক ইতিহাস

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন— বাঙালির ইতিহাস নাই। আর চারদলীয় জোট সরকার ইতিহাস তৈরি করিতে না পারিলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করিতে দ্বিধা করে নাই। ইতিহাসের ট্রাজেডি এই যে, ইতিহাস হইতে কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না। করিলে বারংবার ইতিহাস লইয়া অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কের সৃষ্টি হইত না। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের সঠিক ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য হইলেও জোট সরকার ক্ষমতায় আসিয়া সকল কিছু উল্টাইয়া দিয়াছে। প্রাথমিক হইতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকে জোট সরকার আমলে বিকৃত ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিস্তর অভিযোগ রহিয়াছে সর্বমহলে। বিশেষ করিয়া বাংলা, ইতিহাস, সমাজ, পৌরনীতিসহ সামাজিক বিজ্ঞানের বইগুলিতে নিজেদের মর্জিমাফিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ পরিবর্তন ইত্যাদি উহার অন্যতম। পাঠ্যপুস্তকের সর্বত্র জাতির জনকের নাম হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি। জিয়াউর রহমানের নামের পূর্বে তাহারা 'শহীদ' ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে আপত্তি নাই। ১৯৮১ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে নির্মমভাবে নিহত হন। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালির পক্ষ হইতে। তাহার নাম হইতে সেই উপাধি ছাঁটিয়া ফেলা কেহ সমর্থন করিবে না; উহা বরং অমার্জনীয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকসহ জাতীয় চার নেতার জীবনীতে তাহাদের ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করা হয় নাই। তদুপরি মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার-আলবদরদের ঘৃণ্য ভূমিকা এবং নির্যাতনের কাহিনী বাদ দেওয়া হইয়াছে। পাঠ্যপুস্তকে এই সকল ভুল তথ্য এবং অবমূল্যায়ন যুক্ত করিতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আগাইয়া আসিয়াছেন বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক। তৎকালীন সরকারের আমলে ইহা লইয়া কম আলোচনা-সমালোচনা হয় নাই। ক্ষমতার মসনদে বসিয়া জোট সরকারের নেতৃবৃন্দ উহাতে কর্ণপাত করিবার আদৌ প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ড. ফখরুদ্দীন আহমদ নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ভুল তথ্য এবং বিকৃত ইতিহাস সংবলিত সেই সকল পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের উদ্যোগ লইয়াছে জরুরি ভিত্তিতে। শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সহিত এক সৌজন্য সাক্ষাতে এই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অতীতে সময়ে সময়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পরিবর্তিত হইতে দেখা গিয়াছে। বর্তমান সরকার পাঠ্যপুস্তকে সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর। গত ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বর্তমান সরকারের বক্তব্য এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিফলন থাকিবে বোর্ডের বইগুলিতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, পাঠ্যপুস্তকের ভুল ও বিকৃত ইতিহাস চিহ্নিত করিতে একটি কমিটি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করিয়াছে। আগামী ২০০৮ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত হইবে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, চলতি বৎসর হইতেই ছাত্রছাত্রীদের বিকৃত ইতিহাস পাঠদানে বিরত থাকিতে হইবে। বর্তমান সরকারের এইরূপ উদ্যোগকে সাধুবাদ না জানাইয়া পারা যায় না। ইহা কোনভাবে অস্বীকার করা যাইবে না যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। বাঙালির হাজার বৎসরের ইতিহাসে তাহার তুল্য নেতার দেখা মিলে নাই বলিলেই চলে। যেই নেতা একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ ও জাতির আত্মপ্রকাশে নেতৃত্ব দিয়াছেন, তিনি তো জাতির জনক হইতেই পারেন। অন্তত এই ক্ষেত্রে কোন দল ও মতের পার্থক্য থাকা উচিত নহে। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানও লিখিতভাবে এবংবিধ বক্তব্য রাখিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ইতিহাসকে তাহার নিজস্ব পথে ও গতিতে চলিতে না দিলে এক সময় নিজেদেরই পতিত হইতে হয় ইতিহাসের অতল আবর্তে। যেই জাতি নিজের সঠিক ইতিহাস জানিতে পারে না, তাহাকে দুর্ভাগাই বলিতে হইবে। যাহা হউক, বিলম্বে হইলেও '৭৫-পরবর্তী সরকারগুলির তথ্যবিকৃতির কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে সঠিক তথ্য সংবলিত ইতিহাস তুলিয়া ধরিবার প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। উহা হইতে বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম আমাদের জাতীয় নেতা ও বীরদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করিবে বলিয়াই প্রত্যাশা।